দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা পঁয়ষট্টি

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উন্মোচন: ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশা অনুধাবন এবং শেষ দিনগুলোতে মধ্যরাত্রির আহ্বানের ক্রমবিকাশমান বার্তা

Jeff Pippenger
2024-01-29

২০২০ সালের ১৮ জুলাই, ঈশ্বরের শেষ দিনের সংস্কার আন্দোলনের প্রথম হতাশা এসে উপস্থিত হলো। এটি তৃতীয় 'হায়'-এর ইতিহাসে একটি মাইলফলক চিহ্নিত করেছিল—যা পরবর্তী বৃষ্টির ইতিহাস, এবং একই সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাসও। সেই ইতিহাসটি পবিত্র ইতিহাসের প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং আরও নির্দিষ্টভাবে মিলারাইট আন্দোলনের ইতিহাসে তা উপস্থাপিত হয়েছে, এবং দশ কুমারীর উপমা দ্বারা তা চিত্রিত হয়েছে; এবং এটি সেই ভাববাদীয় ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেটি প্রত্যেক নবী চিহ্নিত করেছিলেন।

১৮ জুলাই, ২০২০, এই আন্দোলনের প্রথম হতাশাকে নির্দেশ করে, এবং সেই হিসেবে এটি দশ কুমারীর উপমা ও হাবাক্কূককে বর্ণিত বিলম্বের সময়ের আগমনকে চিহ্নিত করে। মিলারাইটদের ইতিহাসে যে একই প্রমাণ তাদের ভ্রান্ত ঘোষণার দিকে নিয়ে গিয়েছিল, সেটিকেই সত্যিকার তারিখ শনাক্তকারী বলে দেখা হয়েছিল। তখন দশ কুমারীর উপমার বিলম্বের সময়কে বর্তমান সত্য হিসেবে দেখা হয়, এবং সেই বিলম্বের সময়ই হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিলম্বের সময় ছিল। দশ কুমারীর উপমাটি অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হয়, এবং এই বাস্তবতা নির্দেশ করে যে কেবল যারা সেই হতাশায় জড়িত ছিলেন, তারাই জ্ঞানী বা মূর্খ কুমারী হওয়ার প্রার্থী।

লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের বৃহৎ গোষ্ঠী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ তৃতীয় 'হায়'-এর আগমনে পরীক্ষিত হয়েছিল, এবং ১৮ জুলাই, ২০২০-এর ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ধারিত দিনটি যখন কেটে গেল, তখন লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ পিছনে পড়ে রইল এবং লক্ষ্যহীনভাবে রোমের দিকে ভেসে ফিরে যেতে লাগল, যেমনটি মিলারাইট ইতিহাসে প্রোটেস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

মিলারাইটরা শুধু বিলম্বের সময়কে দশ কুমারীর উপমার পরিপূর্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন তা-ই নয়; তারা আরও দেখেছিলেন যে হাবাক্কূকের গ্রন্থে দর্শনের জন্য অপেক্ষা করার আদেশ—যদিও তা বিলম্ব করে—একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক ছিল। এরপর হাবাক্কূক নিশ্চিত করেন যে যে দর্শনটি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং যা প্রথম হতাশার কারণ হয়েছিল, সেটিই ছিল সেই দর্শন যা শেষকালে "কথা বলবে"।

> কারণ দর্শনটি এখনও নির্ধারিত সময়ের জন্য রাখা আছে; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে এবং মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। যদিও তা দেরি করছে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা নিশ্চয়ই আসবে, দেরি করবে না। হাবাক্কূক ২:৩।

যে বার্তাটি প্রথম হতাশা সৃষ্টি করেছিল, সেটিই ছিল সেই বার্তা, যা অদূর ভবিষ্যতে সিদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকৃত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সেটি এখনও প্রথম ভ্রান্ত ঘোষণায় ব্যবহৃত পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুক্তিগুলোর ওপরই ভিত্তি করে ছিল।

মিলারাইট ইতিহাসে পূর্বতন চুক্তিবদ্ধ জাতি প্রথমে পরীক্ষিত হয়েছিল; এরপর নতুন চুক্তিবদ্ধ জাতি পরীক্ষিত হয়েছিল। প্রোটেস্টান্টদের জন্য পরীক্ষা শুরু হয়েছিল যখন প্রকাশিত বাক্য দশের প্রথম স্বর্গদূত এবং প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দের প্রথম স্বর্গদূত (কারণ তারা একই স্বর্গদূত) ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট অবতীর্ণ হলেন। তাদের পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল প্রথম হতাশা এবং প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দের দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে।

মিলারাইট ইতিহাসে মিলারাইটদের জন্য পরীক্ষা শুরু হয়েছিল প্রথম হতাশার সময় দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সাথে এবং শেষ হয়েছিল মধ্যরাতের আহ্বানের আগমনের সাথে, যেটিকে সিস্টার হোয়াইট অসংখ্য স্বর্গদূতের সমাবেশ হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যারা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সাথে যোগ দেয়। পবিত্র আত্মার ক্ষমতায়, মিলারাইটদের মধ্যে যারা মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তাকে চিনে গ্রহণ করেছিলেন, তারা তখন তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন যারা তাদের চারদিকে নেমে আসছিল এমন সেই বার্তাকে চিনতে পারেননি। ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, তৃতীয় স্বর্গদূত এলেন এবং যে দর্শনটি বিলম্ব করেছিল, তা তখন কথা বলল।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাসে, প্রথমে পরীক্ষিত হয়েছিল পূর্বতন চুক্তির জনগণ, তারপর নতুন চুক্তির জনগণ। যখন প্রকাশিত বাক্য আঠারোর স্বর্গদূতের প্রথম কণ্ঠ এবং প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দের তৃতীয় স্বর্গদূত (কারণ তারা একই স্বর্গদূত) ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজমের জন্য পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। তাদের পরীক্ষা ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য পরীক্ষা প্রথম হতাশা আসার সঙ্গে শুরু হয়েছিল, এবং মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তার আগমনে তা সমাপ্ত হবে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে যারা এখন মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তাকে চিনে গ্রহণ করে, তারা তখন সেই মূর্খ ও দুষ্টদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, যারা তাদের চারদিকে এখন নেমে আসা বহুমুখী বার্তাকে চিনতে পারেনি।

আসন্ন রবিবার আইনের সময়, প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর স্বর্গদূতের দ্বিতীয় ‘কণ্ঠ’ কথা বলে, যা সেই ‘বিলম্বিত’ দর্শনের কথনও বটে। এটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকেও প্রতিনিধিত্ব করে, যা ‘বিস্তার লাভ করে’ জোরালো আহ্বানে পরিণত হয়।

মধ্যরাতের আহ্বানকে এমন বহু স্বর্গদূত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়, যারা পূর্ববর্তী স্বর্গদূতের সঙ্গে যোগ দেয়। মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তায় বেশ কয়েকটি উপাদান রয়েছে, যা সমগ্র বার্তায় অবদান রাখে, এবং স্বর্গদূতেরা বার্তার প্রতীক। মিলারাইট ইতিহাসে সত্যিকারের মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তাকে একত্রিত করে তুলে ধরার নেতৃত্বদানকারী অগ্রদূত হিসেবে যাঁকে চিহ্নিত করা হয়, তিনি ছিলেন স্যামুয়েল এস. স্নো। সেই ইতিহাসে ভালোভাবে নথিভুক্ত আছে যে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তা সম্পর্কে স্নোর বোঝাপড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছিল।

সেই ইতিহাসটি অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, এবং ২০২৩ সালের জুলাইয়ের শেষ থেকে চূড়ান্ত "মধ্যরাত্রির আর্তনাদ"-এর বার্তাটি প্রকাশ্যে বিকশিত হয়ে আসছে। এটা কেবল ইসলামের বার্তাই নয়, বরং এতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর করার বার্তাও অন্তর্ভুক্ত। এতে এ-ও উদ্ঘাটিত হয় যে "পৃথিবীর পশু"-র দুটি শিং পশুর মূর্তির

সমান্তরালে—যা একই ইতিহাসে "অষ্টমটি সাতটিরই একটি" এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাঁধাটিকে পূর্ণ করে—উভয়েই একটি "মৃত্যু ও পুনরুত্থান"-এর মধ্য দিয়ে যায়। এতে সাত বজ্রধ্বনির "গোপন ইতিহাস" সম্পর্কিত উদ্ঘাটনগুলো অন্তর্ভুক্ত, এবং এতে "যে পাথরটি বাতিল করা হয়েছিল, সেটিই কোণের শিরস্তম্ভ হলো"—এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাঁধাটিরও পরিপূর্ণতা ঘটে; কেননা লেবীয় পুস্তক ২৬-এর "সাতবার" প্রকাশ পায় যে সেটিই সেই সুতো যা মিলারের ইতিহাসের সব সত্যকে ১৯৮৯ সালে অন্তের সময়ে উন্মোচিত সত্যগুলোর সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেয়। গীতিকার এটিকে এভাবে বলছেন:

> যে পাথর নির্মাতারা অগ্রাহ্য করেছিল, সেটাই কোণের প্রধান পাথর হয়েছে। এটি প্রভুর কাজ; এটি আমাদের চোখে বিস্ময়কর। এই দিনটি প্রভু সৃষ্টি করেছেন; আমরা এতে আনন্দ করব ও উল্লসিত হব। গীতসংহিতা ১১৮:২২-২৪।

'পাথর', যা ছিল উইলিয়াম মিলারের আবিষ্কৃত প্রথম 'রত্ন' (এবং রত্ন তো পাথরই), সেটি হলো 'যে দিনটি প্রভু সৃষ্টি করেছেন'। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে দেখানো হয়েছে যে বিশ্রামদিনের আজ্ঞার গঠন ও শব্দাবলী লেবীয় পুস্তকের পঁচিশতম অধ্যায়ে বর্ণিত সাত সংখ্যার পবিত্র চক্রের গঠনের সঙ্গে অভিন্ন। সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেওয়া সপ্তম বছরে ভূমির বিশ্রামকে প্রতীকায়িত করত, এবং এইভাবে দুটি আজ্ঞাকে বিবেচনা করলে, তারা সাক্ষ্য দেয় যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক দিন এক বছরের প্রতিনিধিত্ব করে।

তাঁরা আরও দেখান যে লেবীয়পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের 'সাত বার' ক্রোধ সম্পর্কে মিলার যে ব্যাখ্যা ঘোষণা করেছিলেন, তা 'এক দিন' হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ প্রভু সাত বছরের পবিত্র চক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেমন নিশ্চিতভাবে তিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

যখন যীশু দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপমাটি শেষ করলেন, তখন তিনি ফারিসিদের একটি প্রশ্ন করলেন।

> অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রভু যখন আসবেন, তখন তিনি সেই চাষীদের সঙ্গে কী করবেন? তারা তাঁকে বলল, তিনি সেই দুষ্ট লোকদের কঠোরভাবে ধ্বংস করবেন, এবং তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্য চাষীদের কাছে ভাড়া দেবেন, যারা নিজের নিজের ঋতুতে তাঁকে তার ফল দেবে। যীশু তাঁদের বললেন, তোমরা কি কখনও ধর্মশাস্ত্রে পড়োনি, যে পাথর নির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেইটিই কোণের প্রধান পাথর হয়েছে; এটি প্রভুর কাজ, এবং আমাদের চোখে এটি আশ্চর্যজনক? সুতরাং আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যারা তার ফল উৎপন্ন করে। আর যে কেউ এই পাথরের উপর পড়বে, সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে; কিন্তু যাঁর উপর এটি পড়বে, তাকে এটি গুঁড়ো করে দেবে। প্রধান যাজকরা ও ফারিসিরা যখন তাঁর দৃষ্টান্তগুলি শুনল, তারা বুঝল যে তিনি তাদেরই বিষয়ে বলছেন। মথি ২১:৪০-৪৫।

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্তটি হল, পূর্বতন নির্বাচিত জাতিকে পাশ কাটিয়ে রাজ্যটি নতুন এক নির্বাচিত জাতিকে দেওয়ার দৃষ্টান্ত। যিশুর কথামতে প্রত্যাখ্যাত যে "পাথর", সেটিই এমন এক "পাথর" যা তাকে কীভাবে গ্রহণ করা হয় তার উপর নির্ভর করে কখনও রক্ষা করে, কখনও ধ্বংস করে। যিশু যে প্রেক্ষাপটে "পাথর" কথাটি ব্যবহার করেছেন, সেই প্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই বাইবেলীয় সত্য, কারণ এতে ধার্মিকতার ফল ফলানোর ক্ষমতা আছে, এবং খ্রিস্টের ধার্মিকতা কেবল তখনই পুরুষ ও নারীর মধ্যে উৎপন্ন হয় যখন তারা তাঁর সত্য বাক্য গ্রহণ করে।

> তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্য। যোহন ১৭:১৭।

“পাথর” এমন একটি মতবাদ যা হয় গ্রহণ করা হয় নয়তো প্রত্যাখ্যান করা হয়, এবং যিশুই বাক্য, এবং ‘প্রেরিতদের কার্য’ গ্রন্থে পিতর “পাথর”-কে খ্রিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেন।

> তোমাদের সকলের, এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের জানা থাকুক যে, নাসরতের যীশু খ্রিষ্টের নামে—যাঁকে তোমরা ক্রুশবিদ্ধ করেছিলে, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন—তাঁরই দ্বারা এই লোকটি তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই তিনিই সেই পাথর, যাকে তোমরা নির্মাতারা তুচ্ছ করেছিলে, এবং সেটাই কোণের প্রধান পাথর হয়েছে। অন্য কারও মধ্যে পরিত্রাণ নেই; কারণ আকাশের নীচে মানুষের মধ্যে আর কোনো নাম দেওয়া হয়নি, যার দ্বারা আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণ পেতে হবে। প্রেরিতদের কাজ ৪:১০-১২।

আর তারপর পিতরের প্রথম পত্রে, তিনি ‘পাথর’ প্রতীকটিকে আরও বিস্তৃত করেন, তবে এটিকে তিনি একই প্রেক্ষাপটে রাখেন—এক পূর্বতন চুক্তিবদ্ধ জাতিকে পাশ কাটিয়ে একটি নতুন নির্বাচিত জাতিকে বেছে নেওয়ার প্রেক্ষাপট। সেই নতুন জাতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আগে যারা জাতি ছিল না, তারা এখন ঈশ্বরের জাতি; যারা দয়া লাভ করেনি, তারা এখন দয়া লাভ করেছে।’

> যাঁর কাছে এসে, যেন এক জীবন্ত পাথরের কাছে—যিনি মানুষের দ্বারা সত্যিই অগ্রাহ্য, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নির্বাচিত ও মহামূল্যবান— তোমরাও জীবন্ত পাথরদের মতো একটি আত্মিক গৃহ ও পবিত্র যাজকত্ব হিসেবে গঠিত হচ্ছ, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলিদানসমূহ নিবেদন করার জন্য। সুতরাং শাস্ত্রে বলা আছে: দেখো, আমি সিয়োনে একটি প্রধান কোণাপাথর স্থাপন করছি—নির্বাচিত, মহামূল্যবান; এবং যে তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হবে না। সুতরাং তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তোমাদের কাছে তিনি মহামূল্যবান; কিন্তু যারা অবাধ্য, যে পাথরটিকে নির্মাতারা অগ্রাহ্য করেছিল, সেটাই হয়েছে কোণার প্রধান পাথর, এবং হোঁচট খাওয়ার পাথর ও আপত্তির শিলা—তাদের জন্য, যারা অবাধ্য হয়ে বাক্যে হোঁচট খায়; আর এরই জন্যও তারা নির্ধারিত ছিল। ১ পিতর ২:৪-৮।

প্রাক্তন নির্বাচিত জাতি সম্পর্কে পিতর বলেন, “যারা অবাধ্য, নির্মাতারা যে পাথরটিকে তুচ্ছ করেছিল, সেটিই কোণের মস্তকপাথর হয়েছে; আর সেটাই হয়েছে পা-হড়কানোর পাথর ও আপত্তির শিলা—অর্থাৎ যারা বাক্যে হোঁচট খায়, কারণ তারা অবাধ্য; এরই জন্যও তারা নিযুক্ত ছিল।”

ভিত্তির প্রতিটি পবিত্র চিত্রণ যীশুকে উপস্থাপন করে।

> কারণ যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সেই ভিত্তি ছাড়া আর কেউ কোনো ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না; সেই ভিত্তি হলেন যিশু খ্রীষ্ট। ১ করিন্থীয় ৩:১১.

মিলারাইটরা যে ভিত্তি গড়ে তুলেছিল, তা ছিল যুগযুগান্তরের শিলা (পাথর)।

> “সতর্কবাণী এসে গেছে: ১৮৪২, ১৮৪৩ এবং ১৮৪৪ সালে যে বার্তা এসেছিল, সেই সময় থেকে আমরা যে বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নির্মাণ করে আসছি, তাকে বিচলিত করবে—এমন কোনো কিছুকেই প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। আমি এই বার্তার মধ্যে ছিলাম, এবং সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি জগতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, সেই আলোর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। আমরা আমাদের পা সেই

> মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়ার কোনো অভিপ্রায় রাখি না, যার উপর সেগুলি স্থাপন করা হয়েছিল, যখন আমরা দিন দিন আন্তরিক প্রার্থনায় প্রভুর অন্বেষণ করছিলাম, আলোর সন্ধান করছিলাম। তোমরা কি মনে কর যে, ঈশ্বর আমাকে যে আলো দিয়েছেন, আমি তা ত্যাগ করতে পারি? তা যুগযুগান্তরের শৈলীর ন্যায় হবে। তা আমাকে পথনির্দেশ করে আসছে, যেদিন থেকে তা দেওয়া হয়েছে।" Review and Herald, April 14, 1903.

মিলার আবিষ্কৃত প্রথম রত্ন, যা যুগযুগান্তরের শৈলীর ন্যায় মিলারাইট ভিত্তির অংশ হয়ে উঠেছিল, ছিল লেবীয় পুস্তক ২৬-এর 'সাত কাল', এবং 'সাত কাল'ই ছিল প্রথম মৌলিক সত্য, যা সদ্য মিলারাইট ভিত্তি নির্মাণ করা সেই মিলারাইট অগ্রদূতেরা একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। ভিত্তিপ্রস্তরটি তো নির্মাতারাই প্রত্যাখ্যান করার কথা ছিল। ঐ 'পাথর', যা খ্রিস্টের প্রতিরূপ, সেটি সেই দিনও, যা প্রভু সৃষ্টি করেছেন; কারণ তিনি সপ্তম দিনকে বিশ্রামের দিন করেছেন, আর সপ্তম বছরকে এমন একটি বছর করেছেন যখন ভূমি বিশ্রাম নেবে। ১৮৬৩ সালে ভিত্তিপ্রস্তরটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কিন্তু তা 'কোণের শীর্ষ পাথর' এবং অবাধ্যদের জন্য 'ঠোক্করের পাথর' করে তোলা হবে।

তৃতীয় হায়-সংক্রান্ত ইসলামের বার্তাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিষয়, এবং পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন প্রকাশিত বাক্যের আঠারো নম্বর অধ্যায়ের দেবদূত অবতীর্ণ হন, যখন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল। অ্যাডভেন্টিজম নীরব ছিল সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সনাক্তকরণ সম্পর্কে যে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের ছিল "পূর্ব বাতাসের দিন"-এর আগমন। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই, তারা পিছিয়ে পড়েছিল, কারণ প্রকাশিত বাক্যের এগারো নম্বর অধ্যায়ের দুই সাক্ষী সেই মহান নগরের রাস্তায় নিহত হয়েছিল। অ্যাডভেন্টিজমের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবং যারা ইসলামের বার্তাকে চিনতে পেরেছে বলে দাবি করেছিল তাদের জন্য পরীক্ষা তখন চলমান ছিল।

জুলাই ২০২৩-এর শেষে পর্যন্ত রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকার পর, মৃত শুকনো হাড়গুলোকে তখন ইজেকিয়েলের প্রথম বার্তার দ্বারা জাগিয়ে তোলা হয়। ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় বার্তাটি তৃতীয় হায়-এর ইসলামের চার বাতাসের বার্তা, যা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার ক্রমাগত উন্মোচনকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর সেই বার্তাই ছিল বিলম্বিত দর্শন এবং আন্দোলনের সমগ্র সময়পর্বের মূল বিষয়। এরপর নানাবিধ সত্য উন্মোচিত হয়েছিল, কারণ মধ্যরাত্রির আহ্বান একটি বহুমুখী বার্তা। মৃত শুকনো হাড়গুলোর সামনে যে প্রথম সত্যটি উপস্থিত হয়েছিল, সেটিই ছিল লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজম যে প্রথম সত্যটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং সেটি সেই সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে যা লাওদিকিয়া থেকে ফিলাদেলফিয়ায় উত্তরণকে চিহ্নিত করে।

সত্যই সিলমোহরের বার্তা; তাই এতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক—উভয়ভাবেই স্থিত হওয়া দরকার। রাস্তার মধ্যে দুই সাক্ষী মৃত অবস্থায় ছিল যে সময়কাল, সেটি "seven times"-এর ছত্রভঙ্গের প্রতীক—এ কথা স্বীকার করলেই যথেষ্ট নয়; সত্যকে অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

মিলারের রত্নগুলো, যা ১৭৯৮ সালে শেষকালের সময়ে উন্মোচিত সত্যসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে, শেষ দিনের কুমারীদের জন্য এক পরীক্ষা হয়ে ওঠে। সত্যের মধ্যে "আত্মিকভাবে" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিজ্ঞতা মিলারের প্রথম রত্ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব

করা হয়, আর "বৌদ্ধিকভাবে" সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তৃতীয় বিপদের ইসলামের বার্তা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। "সাতবার" দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত পশ্চাত্তাপ ও স্বীকারোক্তির আহ্বান সর্বপবিত্রের স্থানে খ্রিস্টের সঙ্গে সমন্বয়ে সম্পাদিত একটি কাজকে চিহ্নিত করে, এবং তা "mareh" দর্শন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

তৃতীয় 'হায়'-এর প্রেক্ষিতে ইসলামের 'বৌদ্ধিক' বোঝাপড়া 'chazon' দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং যারা মোহরিত হবে তাদের জন্য উভয়ই প্রয়োজন। ১৮৬৩ সালে, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজম জেরিকো পুনর্নির্মাণের পথ বেছে নিল এবং জেরুজালেমে পুনঃস্থাপনের কাজ ছেড়ে দিল। জেরিকো সমৃদ্ধির প্রতীক; লাওদিকীয় অন্ধত্বও তারই প্রতিনিধিত্ব করে।

> দেশের অন্যতম শক্তিশালী দুর্গ—বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী যেরিহো নগরী—তাদের ঠিক সামনেই ছিল, যদিও গিলগালে তাদের শিবির থেকে একটু দূরে। উর্বর এক সমতলের প্রান্তে, যা উষ্ণমণ্ডলের সমৃদ্ধ ও বহুবিধ উৎপাদনে পরিপূর্ণ, এর প্রাসাদ ও মন্দির ছিল ভোগবিলাস ও দুষ্কর্মের আবাস; এই গর্বিত নগরী, তার বিশাল দুর্গপ্রাচীরের আড়ালে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানাত। যেরিহো ছিল মূর্তিপূজার প্রধান কেন্দ্রগুলোর একটি; বিশেষত চন্দ্রদেবী আশতারোথের প্রতি এটি নিবেদিত ছিল। কানানীয়দের ধর্মের যা কিছু নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবমাননাকর, তার সবকিছুরই কেন্দ্রস্থল ছিল এখানে। ইস্রায়েলীয়েরা—যাদের মনে বেথ-পিওরে তাদের পাপের ভয়াবহ পরিণাম তখনও তাজা—এই মূর্তিপূজক নগরীর দিকে কেবল ঘৃণা ও আতঙ্ক নিয়েই তাকাতে পারত। প্যাট্রিয়ার্কস অ্যান্ড প্রফেটস, ৪৮৭।

১৮৬৩ সালে, যখন তারা যেরিহো পুনর্নির্মাণ করছিল, নির্মাতারা যে "পাথর"টি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেটি ছিল "সাত সময়", যা অন্তিম দিনগুলোতে সত্য (রত্ন) হয়ে উঠবে, যা "কোণের প্রধান পাথর" হয়ে ওঠে, কারণ এই সত্যই মিলারাইটদের আন্দোলনে অ্যাডভেন্টবাদের সূচনাকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনে অ্যাডভেন্টবাদের সমাপ্তির সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেয়। ওই রত্ন, যা "সাত সময়", সেটিই "যে দিন প্রভু সৃষ্টি করেছেন", এবং সেটি খ্রিস্ট নিজেই, কারণ তিনি বাক্য, এবং তিনি "সত্য"। ইসলামের বিষয়টি সেই বিষয়, যা পূর্বতন ও নতুন উভয় নির্বাচিত জাতির শুদ্ধিকরণ ঘটায়, এবং এই দ্বিগুণ শুদ্ধিকরণ শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, যা ছিল "পূর্ব বাতাসের দিন"। সেদিন প্রহরীরা সেই একই গান গাওয়ার কথা ছিল, যা খ্রিস্ট গেয়েছিলেন, যখন তিনি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপমা ঘোষণা করেছিলেন। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মোশির গান ("সাত সময়"), এবং মেষশিশুর গান গায়।

> আর আমি দেখলাম, যেন আগুনের সঙ্গে মিশ্রিত কাঁচের এক সাগর; আর যারা পশুর উপর, তার মূর্তির উপর, তার চিহ্নের উপর, এবং তার নামের সংখ্যার উপর বিজয় লাভ করেছিল, তারা ঈশ্বরের বীণা হাতে কাঁচের সেই সাগরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর তারা ঈশ্বরের দাস মোশির গান এবং মেষশাবকের গান গাইছে, বলছে, ‘হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, তোমার কাজগুলি মহান ও আশ্চর্য; হে সাধুদের রাজা, তোমার পথগুলি ন্যায় ও সত্য।’ প্রকাশিত বাক্য ১৫:২, ৩।

"মেষশাবক" হলেন খ্রিস্ট, যিনি বিধ হয়েছিলেন, এবং তিনি দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি দিনের মধ্যে বধ হয়েছিলেন; ফলে তাঁর জীবন ও রক্তের উৎসর্গ (যেখানে তিনি চুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন) এবং লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ে মোশির "তাঁর চুক্তির বিবাদ" একে অপরের সঙ্গে গাঁথা হয়। মোশি ও মেষশাবকের গান হলো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের chazon-এর গান এবং তাঁর "আবির্ভাব"-এর mareh-এর গান। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গান, যা দানিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের দুটি দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে। এটি এক

চুক্তিবিদ্ধ জনগণের ওপর বিচার চলা ও তাদের পাশ কাটিয়ে দেওয়ার গান, একই সময়ে নতুন এক নির্বাচিত জনগণকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া, এবং সুতরাং সেই গান, শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ।

> তিনি যাকোবের বংশধরদের শিকড় গাঁথবেন; ইস্রায়েল প্রস্ফুটিত হবে ও কুঁড়ি মেলবে, এবং পৃথিবীর মুখ ফল দিয়ে পূর্ণ করবে। তিনি কি তাকে তেমনই আঘাত করেছেন, যেমন তিনি তার আঘাতকারীদের আঘাত করেছিলেন? অথবা যাদের তিনি হত্যা করেছেন, তাদের মতো কি তাকে হত্যা করা হয়েছে? তিনি পরিমিতিতে—যখন তা ছড়িয়ে পড়ে—তার সঙ্গে বিচার করেন; পূর্ব বাতাসের দিনে তিনি তাঁর কঠোর হাওয়া থামিয়ে রাখেন। এভাবে যাকোবের অন্যায় শোধ হবে; আর তার পাপ অপসারণের সব ফল এটাই: যখন সে বেদির সব পাথরকে চুরমার করে চুনাপাথরের মতো করে দেয়, তখন উপবন ও মূর্তিগুলো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। তবু দুর্গবদ্ধ শহরটি হবে নির্জন, বাসস্থান পরিত্যক্ত হবে, আর মরুভূমির মতো ফেলে রাখা হবে; সেখানে বাছুর চরে বেড়াবে, সেখানে সে শুয়ে থাকবে, আর তার ডালপালা খেয়ে শেষ করবে। তার ডালপালা শুকিয়ে গেলে সেগুলো ভেঙে পড়বে; নারীরা এসে সেগুলো জ্বালিয়ে দেবে; কারণ এ জাতি বোধহীন; তাই যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের প্রতি করুণা করবেন না, এবং যিনি তাদের গঠন করেছেন তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাবেন না। সেই দিনে এমন হবে যে, প্রভু নদীর খাত থেকে মিশরের স্রোত পর্যন্ত ঝেড়ে নেবেন, আর হে ইস্রায়েলের সন্তানরা, তোমরা এক এক করে সংগ্রহিত হবে। সেই দিনে এমনও হবে যে, মহা তূরী বাজানো হবে; আর অশূরের দেশে যারা বিনাশের মুখে ছিল, এবং মিশরের দেশে যারা বিতাড়িত ছিল, তারা এসে যিরূশালেমে পবিত্র পর্বতে প্রভুকে উপাসনা করবে। ইশাইয়া ২৭:৬–১৩.

সঠিকভাবে বুঝলে, এই পদগুলি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত নির্দেশ করছে। ষষ্ঠ পদটি সেই উদ্ভিদের সূচনা দেখিয়ে সমগ্র ইতিহাসকে চিহ্নিত করে—যা শিকড় গাঁথে, তারপর ফুল ফোটে ও কুঁড়ি ধরে, এবং শেষে পর্যন্ত তার ফল দিয়ে পৃথিবী পরিপূর্ণ করে। যে ফল পৃথিবীকে পূর্ণ করে, তা 'ঘণ্টা'র মধ্যে ঘটে; আর সেই 'ঘণ্টা'ই হলো রবিবারের আইনের সংকট। যখন খ্রিস্ট তাঁর ফল নিজের ভাণ্ডারে জড়ো করছেন, তখন তিনি বাবিলনের ওপর বিচারও আনছেন। পৃথিবী ফল দিয়ে পূর্ণ হওয়ার সময় যে বিচার ঘটে, তা সপ্তম পদে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে দুইটি প্রশ্ন করা হয়েছে, "সে কি তাকে আঘাত করেছে, যেমন সে তাদের আঘাত করেছিল যারা তাকে আঘাত করেছিল? নাকি যাদের সে হত্যা করেছে, তাদের হত্যার অনুসারে কি সে নিহত হয়েছে?"

তারপর অষ্টম পদে, পরবর্তী বৃষ্টির ছিটানোকে "পরিমাপে" এই কথায় চিহ্নিত করা হয়েছে। গাছপালার গজিয়ে ওঠার কারণ হলো বৃষ্টি; এবং যখন পরবর্তী বৃষ্টির শুরু চিহ্নিত করা হয়, সেটি চিহ্নিত হয় এভাবে: "পরিমাপে, যখন তা গজিয়ে ওঠে।" যখন পরবর্তী বৃষ্টি শুরু হয়, তা "পরিমাপে" ঢালা হয়, কারণ ফসল যদি সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ হয়, তবে তা অপরিমিতভাবে ঢালা হয় না।

> "প্রত্যেকে সত্যিকারের রূপান্তরিত আত্মা অন্যদেরকে ভ্রান্তির অন্ধকার থেকে যিশু খ্রিষ্টের ধার্মিকতার বিস্ময়কর আলোর মধ্যে নিয়ে আসতে তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। ঈশ্বরের আত্মার মহান বর্ষণ, যা তাঁর মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে, তখন পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে এমন এক আলোকিত জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে যারা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানে—ঈশ্বরের সাথে সহশ্রমিক হওয়ার অর্থ কী। যখন আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের সেবায় সম্পূর্ণ, সর্বান্তকরণে উৎসর্গ থাকবে, তখন ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে অপরিমিতভাবে বর্ষণ করে এই সত্যকে স্বীকৃতি দিবেন; কিন্তু

> গির্জার বৃহত্তম অংশ যতক্ষণ ঈশ্বরের সাথে সহশ্রমিক না হয়, ততক্ষণ এটি ঘটবে না। স্বার্থপরতা ও আত্মভোগ যখন এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তখন ঈশ্বর তাঁর আত্মা বর্ষণ করতে পারেন না; যখন এমন এক মনোভাব প্রাধান্য পায়, যা কথায় প্রকাশ করলে কায়েনের সেই উত্তরই শোনা যায়—'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?' যদি এই সময়ের সত্য, যদি চারদিকে ঘনীভূত হতে থাকা সেই লক্ষণসমূহ, যা সাক্ষ্য দেয় যে সব কিছুর শেষ নিকটবর্তী, সত্যকে জানি বলে যারা স্বীকার করে তাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগাতে যথেষ্ট না হয়, তবে তাদের ওপর যে আলো জ্বলছিল, তার সমানুপাতিক অন্ধকার এই আত্মাগুলিকে গ্রাস করবে। চূড়ান্ত হিসাব–নিকাশের মহান দিনে তাদের এই উদাসীনতার জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপনের মতো সামান্যতম অজুহাতও থাকবে না। কেন তারা ঈশ্বরের বাক্যের পবিত্র সত্যের আলোয় বাস করেনি, চলেনি ও কাজ করেনি—এ কথা জানানোর মতো কোনো কারণই থাকবে না; এবং কেন তারা তাদের আচরণ, তাদের সহানুভূতি ও তাদের উৎসাহের মাধ্যমে, পাপ–অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক পৃথিবীর কাছে সুসমাচারের শক্তি ও বাস্তবতা যে খণ্ডনীয় নয়, তা প্রকাশ করেনি।" Review and Herald, ২১ জুলাই, ১৮৯৬।

সিস্টার হোয়াইট উক্ত অংশটিকে সেই সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন, যখন প্রকাশিত বাক্যের স্বর্গদূত অবতরণ করেন, কারণ তিনি বলেন, "ঈশ্বরের আত্মার মহা বর্ষণ, যা তাঁর মহিমা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে।" আরেকটি অংশে, যা আমরা এই প্রবন্ধগুলোতে প্রায়ই উদ্ধৃত করেছি, তিনি উল্লেখ করেন যে "নিউ ইয়র্কের মহান ভবনগুলো ভেঙে ফেলা হলে," "প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়, এক থেকে তিন পদ পূর্ণ হবে।"

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই চিন্তাগুলির আলোচনা অব্যাহত রাখব।

> এখন আমি আমার প্রিয়জনের জন্য, তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সম্বন্ধে, আমার প্রিয়ের একটি গান গাইব। আমার প্রিয়জনের একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে অতি ফলবান পাহাড়ে। তিনি তা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলেন, তার পাথরগুলো কুড়িয়ে ফেললেন, উৎকৃষ্ট লতা রোপণ করলেন, তার মাঝখানে একটি প্রহরী-গৃহ বানালেন, এবং সেখানে একটি মদ-চাপাঘরও করলেন। তিনি আশা করলেন যে তা ভালো আঙ্গুর ফলাবে, কিন্তু তা বুনো আঙ্গুরই ফলাল। এখন, হে যিরূশালেমের অধিবাসীগণ এবং যিহূদার লোকেরা, অনুগ্রহ করে আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিচার করো। আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য আর কী করা যেত যা আমি করিনি? তবে কেন, যখন আমি আশা করেছিলাম যে তা ভালো আঙ্গুর ফলাবে, তখন তা বুনো আঙ্গুর ফলাল? এখন তাহলে শোনো; আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে কী করব, তা তোমাদের বলছি: আমি তার বেড়া তুলে দেব, আর তা খেয়ে ফেলা হবে; আমি তার প্রাচীর ভেঙে দেব, আর তা পদদলিত হবে। আমি তাকে বিরান করে দেব; তা আর ছাঁটা হবে না, খোঁড়াও করা হবে না; বরং তাতে ঝোপঝাড় ও কাঁটা গজাবে। আর আমি মেঘেদের আদেশ করব, তার উপর যেন বৃষ্টি না পড়ে। কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র হল ইস্রায়েলের গৃহ, আর যিহূদার লোকেরা তাঁর প্রিয় লতা। তিনি ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু দেখো—অত্যাচার; ধার্মিকতার প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু দেখো—আর্তনাদ। ইশাইয়া ৫:১-৭।